দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ২8 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির প্রক্রিয়া বন্ধ করুন

স্টাফ রিপোর্টার

প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ জারির প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করার দাবী জানিয়েছে বাংলাদেশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের এ সংগঠনটি মনে করে এই প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। বিরূপ প্রভাব ফেলবে শিক্ষা খাতে। এজন্য উচ্চ শিক্ষার মঙ্গল বিবেচনায় এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ জারির প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিত। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটি একটি পশ্চাৎপদ ভাবধারা ও কল্পিত আবহের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। এই অধ্যাদেশে এমন কিছু ধারা যুক্ত করা হয়েছে, যাতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মৌলিক নীতি কাঠামো বদলে দেবে। এতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেশী মাত্রায় সরকার, মঞ্জুরি কমিশন ও এক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অধীনস্থ হয়ে পড়বে।

গতকাল (শনিবার) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন আয়োজিত 'প্রপোজড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অর্ডিন্যান্স-০৮' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন এ দাবী জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এম এ কাসেম। এছাড়া এসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার, নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম আলীমউল্লাহ মিয়ান সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে এম এ কাসেম বলেন, প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ এর মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ (সংশোধিত ১৯৯৮)-কে রহিত করার, এই অপপ্রয়াস দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চলমান যুগান্তকারী পদক্ষেপকে বিনষ্ট করবে এ আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন,

উদ্যোক্তাদের দাবী

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে এমন কিছু ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মৌলিক নীতি কাঠামো বদলে দেবে। ফলে এগুলো সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বেশী মাত্রায় সরকার, মঞ্জুরি কমিশন ও অধ্যাদেশ বর্ণিত এক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অধীনস্থ হয়ে পড়বে। এতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল ধারণাই বিনষ্ট হবে না, দেশের প্রতিথযশা, অভিজ্ঞ, মেধাবী ও শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রায়োগিক ধারণার ভিত্তিতে প্রণীত ১৯৯২ সালের আইনে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ বিধান সমূলে উৎপাটিত হবে। যা দেশের সচেতন মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বক্তারা বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর ৬ শতাংশ লেখাপড়া করে। দিন দিন এই হার বাড়ছে। যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা করার ফলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরা কর্মসংস্থান, উচ্চশিক্ষায় দেশে-বিদেশে সুযোগ লাভের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় সেশন জট দূর করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশের বাজারের চাহিদার নিরিখে নতুন নতুন ডিগ্রী প্রোগ্রাম চালু করছে। যা উচ্চশিক্ষার ব্যাপ্তিকে প্রসারিত করছে।

অলাভজনক উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা হবে বলে অনুমোদন নিয়ে উদ্যোক্তারা লাভ করছেন। দিচ্ছেন ভুয়া সার্টিফিকেট। অনেক প্রতিষ্ঠান অনুমোদন না নিয়েই ছাত্র ভর্তি করাচ্ছে। এ ধরনের হাজার অভিযোগ রয়েছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। এছাড়া প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ কেন সংশোধন করার পরিবর্তে জারি করার প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়া দরকার, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অধ্যাদেশের অধীন ধারা-৫ এ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মুনাফার জন্য নয় (নট ফর প্রফিট) সত্ত্বা থাকলেও কেন ভর্তির সময় বিরাট অংকের ফি নেয়া হয় সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আয়োজকরা তার কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে প্রচলিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন রহিত করে সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-০৮ জারি করার প্রক্রিয়া চলছে। অধ্যাদেশটির খসড়া ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।